সমকাল

তারিখ 1 MAR
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

এবারের চ্যাম্পিয়ন সৃষ্টির খুদে বিজ্ঞানীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিএফএফ-সমকাল-স্কলাস্টিকা আয়োজিত এবারের আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের খুদে বিজ্ঞানী গোলাম রাকিন আহমেদ, রবি আল রাফিদ ও আতাউর রহমান মাসুম। লঞ্চ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে 'অটোমেটিক গুডস অ্যান্ড প্যাসেঞ্জার কন্ট্রোলার' প্রজেক্ট দিয়েই তারা শীর্ষস্থান দখল করে। যৌথভাবে প্রথম

বিএফএফ-সমকাল স্কলাস্টিকা আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা

রানার্সআপের স্থান দখল করে স্কলাস্টিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সিনিয়র সেকশনের সাবাব বুশন, আবির রেদুয়ান ও ইজমা আনোয়ার এবং উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের মির্জা তৌহিদ রায়হান, তাহমিন হাসান ও আল হাসিবের প্রজেক্ট। তাদের প্রজেক্ট ছিল ম্যাগনেটিক ট্রেন ও অটোমেটিক থিফ ক্যাচিং ডিভাইস। আর দ্বিতীয় রানার্সআপের স্থান ছিল এসএফএক্স গ্রিন হেরাল্ড ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

এবারের চ্যাম্পিয়ন সৃষ্টির খুদে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অথৈ নিলিমা, ফারিহা জাহান আহমেদ ও সাদিয়া তাসনিম হাসানের। সোলার পাওয়ার ডিস্যালাইনেশন থিম নিয়ে প্রতিযোগিতা করে দলটি। গতকাল শনিবার বিকেলে স্কলাস্টিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ। সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, বিএফএফের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ফারুক-উল ইসলাম, ম্যাটাডোর গ্রুপের হেড অব সেলস মোহাম্মদ জহির উদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন স্কলাস্টিকার অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার (অব.) কায়সার আহমেদ। সমকাল সুহৃদ সমাবেশের বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম আবেদ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে তৃতীয়বারের মতো আয়োজন এটি। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

জুনিয়র সেকশনে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় স্কলাস্টিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিনটি দল। তাদের প্রজেক্ট ছিল এয়ার পেসারাইজ বোতল, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ও লেমন ব্যাটারি। প্রজেক্টের শিক্ষার্থীরা হলেন- তাসনিম আলম প্রীতম, শাবাব, ইবরাত আবতাহী, গালিব, আহনাব, প্রজ্ঞা পারমিতা, জুবাইদা চৌধুরী, কাজী মেহনাজ ও তাসফিয়াদ নাবিহা। নীলফামারীর কানিয়ালখাতা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুমন ইসলাম ও আরাফাত ইসলাম পেয়েছে বিশেষ অনুপ্রেরণা পুরস্কার। মেলায় পাজল বিজয়ী শিক্ষার্থীরা হলেন- মরিয়ম ইসলাম তিহাম, সোয়েব আলী খান, আলভী ইয়াসির তৌফিক, রাজিয়া সুলতানা, তানিমা ইসলাম, ফারহানা আকবর, নামিরা আহমেদ, জাওয়াদ বিন হাসান, অনন্যা নাজনীন, শাকিলা আনজুম তানহা, শেখ ফারহা শারমিন বিন্দু, আফিফা ফাইজা ও মাহদিয়া রহমান। অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, গিফট হ্যাম্পার ও মেডেল তুলে দেন। এর আগে শিক্ষার্থীদের প্রকল্পগুলো ঘুরে দেখেন অতিথিরা। তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া দু'দিনব্যাপী এ মেলায় অংশ নেয় ২৩টি স্কুলের খুদে শিক্ষার্থীরা। বিজ্ঞানপ্রেমী শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা করে ১৩৫টি প্রকল্প নিয়ে।

শাইখ সিরাজ বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার থেকে দেশের বর্তমান সমস্যা পেট্রোল বোমা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিযোগীরা খুদে হলেও তাদের ভাবনা ছিল সমসাময়িক। তিনি বলেন, আজকের খুদে শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বড় বিজ্ঞানী। এখন থেকেই দেশের কল্যাণে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের গবেষণা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি স্কুলেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানচর্চা আরও বাড়ানো উচিত।

মুস্তাফিজ শফি বলেন, বিজ্ঞানের হাত ধরেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পথে। কুসংস্কার ও অজ্ঞতামুক্ত দেশ গঠন করতে হবে। আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে তুলে ধরবে। সমকাল সব সময় তাদের সঙ্গে আছে।

সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী বলেন, বিজ্ঞান মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নতুন আবিষ্কারের চর্চায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়। এ মেলা তাদের উৎসাহ বাড়াবে।

ড. ফারুক-উল ইসলাম বলেন, মধ্য আয়ের দেশ গড়তে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষা ও অর্থনীতি প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার ঘটছে। শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনশীল জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চায় অভ্যস্ত হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

মোহাম্মদ জহির উদ্দিন বলেন, শিক্ষার্থীদের চিন্তার বিস্তার, উদ্ভাবনী প্রবণতা ও প্রযুক্তি প্রেম তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলবে।

বিএফএফ-সমকাল-স্কলাস্টিকার তৃতীয় এ আয়োজনে সহযোগী ছিল প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন, ম্যাটাডোর বলপেন ও কিংবদন্তী মিডিয়া।